সংগীত সংগ্রহ

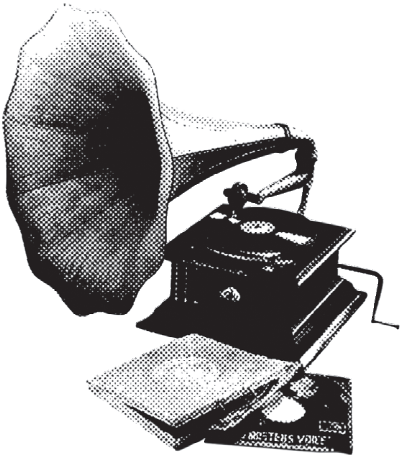

কাজী নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত গ্রামোফোন

সংগীত সংগ্রহ

নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম

KOBI PROKASHANI

সংগীতসংগ্রহ
কাজী নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ১১৫০ টাকা

Sangeet Sangrahao (Collection of songs) by Kazi Nazrul Islam Published by
Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road
Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: September 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 1150 Taka RS: 1150 US 50 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95043-6-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুরাগীদের উদ্দেশে

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
(জন্ম ১৮৯৯-মৃত্যু ১৯৭৬)

সূ চি প ত্র

কেন আসিলে ভালোবাসিলে	১০৩
কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও	১০৩
নতুন পাতার নূপুর বাজে দখিনা বায়ে	১০৩
কেন মনোবনে মালতী-বল্লরি দোলে	১০৪
ঘুমাও, ঘুমাও, দেখিতে এসেছি	১০৪
সখি ব'লো বঁধুয়ারে নিরজনে	১০৪
বাজ্‌ল কি রে ভোরের সানাই	১০৫
কুঁচবরণ কন্যা রে তার মেঘ-বরণ কেশ	১০৫
ভোরে ঝিলের জলে শালুক-পদ্ম তোলে কে	১০৬
শাওন-রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে	১০৬
ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির সুরভি হায় সন্ধ্যায়	১০৬
কাণ্ডারি গো, কর কর পার	১০৭
মোরা আর জনমে হংস-মিথুন	১০৭
তব গানের ভাষায় সুরে বুঝেছি	১০৭
বন্ধু পথ চেয়ে চেয়ে	১০৮
এসো প্রিয়, মন রাঙায়ে	১০৮
উপল নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে	১০৮
আমি গগন গহনে সন্ধ্যা-তারা	১০৯
কে তোরে কি বলেছে মা	১০৯
তুই জগৎ-জননী শ্যামা	১১০
তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে	১১০
আমি যার নূপুরের ছন্দ	১১০
কত নিদ্রা যাও রে কন্যা	১১১
মেঘ-বিহীন খর-বৈশাখে	১১১
পিউ পিউ বোলে পাপিয়া	১১১
ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবি রে	১১২
সাধ জাগে মনে পর-জীবনে	১১২

স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর ১১২
এসো প্রিয় আরো কাছে ১১৩
আজি মনে মনে লাগে হোরি ১১৩
ও কে মুঠি মুঠি আবির কাননে ছড়ায় ১১৩
মনের রঙ লেগেছে বনের পলাশ জবা অশোকে ১১৪
বাঁশি বাজায় কে কদমতলায় ওলো ললিতে ১১৪
ও কে চলিছে বন-পথে একা নূপুর পায়ে ১১৪
ধর্মের পথে শহীদ যাহারা ১১৫
মেষ চারণে যায় নবী ১১৫
গুণে গরিমায় আমাদের নারী ১১৬
‘চোখ গেল’ ‘চোখ গেল’ কেন ডাকিস রে ১১৬
মোর প্রথম মনের মুকুল ১১৭
কে বিদেশি বন-উদাসী ১১৭
কাবেরী নদী-জলে কে গো বালিকা ১১৭
স্বপনে এসেছিল মৃদু-ভাষিণী ১১৮
তোমার বিনা-তারের গীতি বাজে ১১৮
ব্রজ-গোপী খেলে হোরি ১১৮
শুকনো পাতার নূপুর পায়ে ১১৯
প্রজাপতি! প্রজাপতি! ১১৯
পদ্মার ঢেউ রে ১২০
মেঘলা নিশি ভোরে মন যে কেমন করে ১২০
নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল ১২০
অন্তরে তুমি আছ চিরদিন ওগো অন্তর্যামী ১২১
দিতে এলে ফুল, হে প্রিয় ১২১
আকাশে ভোরের তারা মুখ পানে চেয়ে আছে ১২১
মম মায়াময় স্বপনে কার বাঁশি বাজে গোপনে ১২২
যায় ঝিলমিল্ ঝিল্‌মিল্ ঢেউ তুলে ১২২
আহার দেবেন তিনিই রে ১২২
ওরে কে বলে আরবে নদী নাই ১২৩
বৃথা তুই কাহার, পরে করিস অভিমান ১২৩
আমি তব দ্বারে প্রেম-ভিখারি ১২৩
সাহারাতে ফুট্‌ল রে রঙিন গুলে লালা ১২৪
নিশি-পবন! নিশি-পবন! ১২৪
খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে ১২৫
ওকে ট’লে ট’লে চলে এক্‌লা গোরী ১২৫
ঝর ঝর বারি ঝরে অম্বর ব্যাপিয়া ১২৫
এখনো ওঠেনি চাঁদ এখনো ফোটেনি তারা ১২৫
বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয় ১২৬

তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম	১২৬
আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই	১২৬
বাজে মঞ্জুল মঞ্জির রিনিকি ঝিনি	১২৭
সাপুড়িয়া রে	১২৭
নব কিশলয়-রাঙা শয্যা পাতিয়া	১২৮
শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের	১২৮
বিকাল বেলার ভুঁইচাঁপা গো	১২৯
তৌহিদেরি বান ডেকেছে	১২৯
সই, পলাশ-বনে রঙ ছড়ালো কে?	১৩০
বন-বিহঙ্গ যাও রে উড়ে	১৩০
অম্বরে মেঘ-মৃদঙ বাজে জলদ-তালে	১৩০
যখন আমার গান ফুরাবে	১৩০
আসিয়া কাছে গেলে ফিরে	১৩১
বসন্ত এলো এলো এলো রে	১৩১
বৈকালি সুরে গাও চৈতালি গান	১৩১
আরো কতদিন বাকি	১৩২
দোলে বন-তমালের ঝুলনাতে কিশোরী-কিশোর	১৩২
পাষাণের ভাঙালে ঘুম	১৩২
বসিয়া নদী-কূলে, এলোচুলে	১৩৩
আমি পুরব দেশের পুরনারী	১৩৩
কও কথা কও কথা	১৩৩
বন-ফুলে তুমি মঞ্জরি গো	১৩৪
আসে বসন্ত ফুল বনে সাজে বনভূমি সুন্দরী	১৩৪
এলে তুমি কে, কে ওগো	১৩৪
ম্লান আলোকে ফুট্‌লি কেন	১৩৫
ছন্দের বন্যা হরিণী অরণ্যা	১৩৫
কেন ফোটে কেন কুসুম ঝ'রে যায়	১৩৫
জাগো মালবিকা! জাগো মালবিকা!	১৩৬
তুমি যখন এসেছিলে তখন আমার ঘুম ভাঙেনি	১৩৬
কাছে আমার নাইবা এলে	১৩৬
ওগো প্রিয়, তব গান	১৩৭
এত জল ও কাজল চোখে	১৩৭
আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে	১৩৭
তোরা সব জয়ধ্বনি কর	১৩৮
মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম	১৩৮
আজ শ্রাবণের লঘু মেঘের সাথে	১৩৯
আজ সকালে সূর্য ওঠা সফল হলো মম	১৩৯
আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে	১৩৯

আমার কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় ১৪০
আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী ১৪০
ওরে আমার চটি ১৪১
আমার ভুবন কান পেতে রয় ১৪১
আমার মালায় লাগুক তোমার ১৪২
আমার শ্যামা মায়ের কোলে চ'ড়ে ১৪২
আমার সকল আকাশ ভ'রলো তোমার ১৪২
গগনে খেলায় সাপ বরষা-বেদিনী ১৪৩
আমি আছি ব'লে দুখ পাও তুমি ১৪৩
আমি চাঁদ নহি, চাঁদ নহি অভিশাপ ১৪৩
আমি চিরতরে দূরে চলে যাব ১৪৪
আমি জানি তব মন বুঝি তব ভাষা ১৪৪
আমি নামের নেশায় শিশুর মতো ডাকি ১৪৪
আমি মূলতানী গাই ১৪৫
আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম হে মুরারি ১৪৫
আমি সুন্দর নহি জানি হে বন্ধু জানি ১৪৬
আয় বনফুল ডাকিছে মলয় ১৪৬
আর অনুনয় করিবে না কেউ ১৪৬
আর্শিতে তোর নিজের রূপই দেখিস ১৪৭
আসে রজনী, সন্ধ্যামণির প্রদীপ জ্বলে ১৪৭
উচ্ছে নহে, ঝিঙে নহে, নহে সে ১৪৭
উতল হ'ল শান্ত আকাশ তোমার কলগীতে ১৪৮
এ কি এ মধু শ্যাম-বিরহে ১৪৮
এ কোন্ মায়ায় ফেলিলে আমায় ১৪৮
একাদশীর চাঁদ রে ওই রাঙা মেঘের পাশে ১৪৯
এবার নবীন-মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন ১৪৯
ও তুই উল্‌টা বুঝলি রাম ১৪৯
বন্ধু রে, বন্ধু,—পরান বন্ধু ১৫০
ঐ জলকে চলে লো কার ঝিয়ারি ১৫০
কন্যার পায়ের নূপুর বাজে রে বাজে রে ১৫০
করুণ কেন অরুণ আঁখি দাও গো ১৫১
কোথায় গেলি মাগো আমার ১৫১
খেলে চঞ্চলা বরষা-বালিকা ১৫১
ব্যথিত প্রাণে দানো শান্তি ১৫২
গেরুয়া-রঙ মেঠো পথে বাঁশরি ১৫২
চম্পা পারুল যূথী টগর চামেলা ১৫২
চিকন কালো বেদের কুমার ১৫৩
চিকন কালো ভুরুর তলে ১৫৩

নন্দন-বন হতে কি গো ডাকো মোরে ১৫৩
দোপাটি লো, লো করবী ১৫৪
তুমি হাতখানি যবে রাখ ১৫৪
দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল ১৫৪
নিশি-ভোরে অশান্ত ধারায় ১৫৫
ঝিলের জলে কে ভাসালো ১৫৫
ছেড়ে দাও মোরে আর হাত ধরিও না ১৫৫
টলমল্ টলমল্ টলে সরসী ১৫৬
টারালা টারালা টারালা টা ১৫৬
তুমি আমায় যবে জাগাও গুণী ১৫৬
ওগো তারি তরে মন কাঁদে হায় ১৫৭
তুমি কেন এলে পথে ১৫৭
তুমি কি দখিনা পবন ১৫৮
পরদেশী বঁধু! ঘুম ভাঙায়ো চুমি' আঁখি ১৫৮
ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিয়তম ১৫৮
বরষা ঋতু এলো এলো বিজয়ীর সাজে ১৫৯
ভোরে স্বপনে কে তুমি দিয়ে দেখা ১৫৯
ভবনে আসিল অতিথি সুদূর ১৫৯
মোরা কুসুম হয়ে কাঁদি কুঞ্জবনে ১৬০
মোর প্রিয়া হবে এসো রানী ১৬০
মোরে ভালোবাসায় ভুলিয়ো না ১৬১
শ্মশানে জাগিছে শ্যামা ১৬১
কথা কও, কও কথা ১৬১
তুমি শুনিতে চেয়ো না ১৬২
যুগ যুগ ধরি' লোকে-লোকে মোর ১৬২
দোলে প্রাণের কোলে প্রভুর নামের মালা ১৬৩
ফুট্‌লো যেদিন ফাল্গুনে, হায় ১৬৩
স্বপন যখন ভাঙবে তোমার ১৬৩
যত ফুল তত ভুল কণ্টক জাগে ১৬৪
যবে ভোরের কুন্দ-কলি মেলিবে আঁখি ১৬৪
যত নাহি পাই দেবতা তোমায় ১৬৪
হয়তো আমার বৃথা আশা ১৬৫
আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে ১৬৫
মুখে তোমার মধুর হাসি ১৬৫
তুমি আরেকটি দিন থাকো ১৬৬
নন্দকুমার বিনে সই আজি ১৬৬
ঐ হের রসুলে-খোদা এলো ঐ ১৬৬
তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো ১৬৭

কে এলে মোর ব্যথার গানে ১৬৭
বাঁশিতে সুর শুনিয়ে নূপুর রুন্‌ঝুনিয়ে ১৬৭
বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে ১৬৮
তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয় ১৬৮
শুভ্র সমুজ্জ্বল, হে চির-নির্মল ১৬৮
মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে ১৬৯
মুসাফির! মোছ্‌ রে আঁখি-জল ১৬৯
বেদনার সিন্ধু-মন্থন শেষ ১৭০
মধুকর মঞ্জির বাজে বাজে ১৭০
তোমার আঁখির মত আকাশের ১৭০
সখি সাপের মণি বুকে ক'রে ১৭১
ধীরে বহ ভোরের হাওয়া ১৭১
দূর বেণুকুঞ্জে বাজে মুরলী মুহু মুহু ১৭২
দূর দ্বীপ-বাসিনী, চিনি তোমারে চিনি ১৭২
মুখে কেন নাহি বলো ১৭২
হৃদয় কেন চাহে হৃদয় ১৭২
শূন্য আজি গুল-বাগিচা ১৭৩
বর্ণচোরা ঠাকুর এলো রসের নদীয়ায় ১৭৩
রুমঝুম্‌ রুমঝুম্‌ রুমঝুম্‌ ঝুম্‌ঝুম্‌ ১৭৩
পরি' জাফরানি ঘাগরি চলে শিরাজের পরী ১৭৪
নিরুদ্দেশের পথে আমি হারিয়ে যদি যাই ১৭৪
অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে ১৭৪
অনেক ছিল বলার ১৭৫
আজিকে তনু মনে লেগেছে রঙ ১৭৫
আজো ফোটেনি কুঞ্জে মম কুসুম ১৭৫
আমি সূর্যমুখী ফুলের মত ১৭৬
আনো সাকি শিরাজি আনো আঁখি-পিয়ালায় ১৭৬
আমার মোহাম্মদের নামের ধেয়ান ১৭৬
আমি পথ-ভোলা ভিনদেশি গানের পাখি ১৭৭
এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল ১৭৭
এত কথা কি গো কহিতে জানে ১৭৭
এলো ফুলের মরশুম শরাব ঢালো সাকি ১৭৮
ও, কূল-ভাঙা নদী রে ১৭৮
ও কে উদাসী বেণু বাজায় ১৭৮
ওগো চৈতী রাতের চাঁদ, যেয়ো না ১৭৯
ওরে গো-রাখা রাখাল তুই ১৭৯
কত জনম যাবে তোমার বিরহে ১৭৯
কত যুগ পাই নাই তোমার দেখা ১৮০

কে হেলে দুলে চলে এলোচুলে	১৮০
কেঁদো না কেঁদো না মাগো	১৮০
কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া	১৮১
ক্ষ্যাপা হাওয়াতে মোর আঁচল উড়ে যায়	১৮১
খুলেছে আজ রঙের দোকান	১৮১
গহীন রাতে ঘুম কে এলে ভাঙাতে	১৮২
চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়	১৮২
চৈতালি চাঁদিনী রাতে	১৮২
চৈতী চাঁদের আলো আজ	১৮৩
জগতের নাথ কর পার হে	১৮৩
জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী	১৮৩
জানি জানি তুমি আসিবে ফিরে	১৮৪
তব চঞ্চল আঁখি কেন ছলছল হে	১৮৪
তুমি আনন্দ ঘনশ্যাম	১৮৫
তুমি আমার সকাল বেলার সুর	১৮৫
তুমি এলে কে গো চির-সাথী অবেলাতে	১৮৫
তুমি কি নিশীথ-চাঁদ ভাঙাতে ঘুম	১৮৬
তোমার আমার এই বিরহ	১৮৬
তোমার আসার আশায় দাঁড়িয়ে থাকি	১৮৬
তোমার বুকের ফুলদানিতে	১৮৭
তোমার মনে ফুট্‌বে যবে প্রথম মুকুল	১৮৭
দিল দোলা ওগো দিল দোলা	১৮৭
নতুন খেজুর রস এনেছি	১৮৮
নদীর স্রোতে মালার কুসুম	১৮৮
নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি-জল	১৮৮
নাইতে এসে ভাটির স্রোতে	১৮৯
নাচে শ্যাম সুন্দর গোপাল নটবর	১৮৯
নাচের নেশার ঘোর লেগেছে	১৮৯
নিরালা কানন-পথে কে তুমি	১৯০
নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে	১৯০
নিশি-রাতে রিম্ ঝিম্ ঝিম্	১৯০
নূপুর মধুর রুনুঝুনু বোলে	১৯১
নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া	১৯১
পরদেশি বঁধুয়া, এলে কি এতদিনে	১৯২
পালিয়ে তুমি বেড়াবে কি এম্‌নিভাবে	১৯২
প্রিয় কোথায় তুমি কোন্ গহনে	১৯২
প্রিয়তম, এত প্রেম দিও না গো	১৯৩
ফাগুন ফুরাবে যবে	১৯৩

ফিরে আয়, ঘরে ফিরে আয় ১৯৩
ফিরে ফিরে কেন তারই স্মৃতি ১৯৪
ফুট্‌লো সন্ধ্যামণির ফুল ১৯৪
ফুল বীথি এলে অতিথি ১৯৪
ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি ১৯৫
বঁধু, তোমার আমার এই যে বিরহ ১৯৫
বনে যায় আনন্দ-দুলাল ১৯৬
বল্ সখি বল্ ওরে ১৯৬
বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে ১৯৬
বাঁশি বাজাবে কবে আবার বাঁশরিওয়ালা ১৯৭
বিরহের অশ্রু-সায়রে বেদনার শতদল ১৯৭
বেল ফুল এনে দাও চাই না বকুল ১৯৭
ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায় ১৯৮
মনে রাখার দিন গিয়েছে ১৯৮
মম বন-ভবনে ঝুলন দোলনা ১৯৮
মরুর ধূলি উঠ্‌লো রেঙে ১৯৯
মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী ১৯৯
মালা যদি মোর ধুলায় মলিন হয় ১৯৯
মেঘে মেঘে অন্ধ অসীম আকাশ ২০০
যাই গো চ'লে যাই না-দেখা লোকে ২০০
যাক্ না নিশি গানে গানে জাগরণে ২০০
যাবার বেলায় ফেলে যেয়ো ২০১
যে ব্যথায় এ অন্তর-তল ২০১
রহি' রহি' কেন সে-মুখ পড়ে মনে ২০১
রিনিকি ঝিনিকি ঝিনিরিনি রিনি ২০২
লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া ২০২
লায়লী! লায়লী! ভাঙিয়ো না ধ্যান ২০৩
শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এলো না ২০৩
শিউলি তলায় ভোর বেলায় ২০৩
শুধু নামে যাঁহার এত মধু ২০৪
শূন্য এ-বুকে পাখি মোর আয় ফিরে ২০৪
সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে ২০৪
সহসা কি গোল বাঁধালো ২০৫
এসো প্রাণে গিরিধারী বন-চারী ২০৫
সুন্দর অতিথি এসো, এসো ২০৫
সে চ'লে গেছে ব'লে কি গো ২০৬
সৈয়দে মক্কী মদনী আমার ২০৬
সোনার মেয়ে! সোনার মেয়ে! ২০৬

সোনার হিন্দোলে কিশোর-কিশোরী ২০৭
স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী-বর্ণা এসো মালবিকা ২০৭
হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল ২০৭
হে নামাজি! আমার ঘরে ২০৮
হে প্রিয়! তোমার আমার মাঝে ২০৮
হেরেমের বন্দিনী কাঁদিয়া ডাকে ২০৮
হে প্রিয় আমারে দিব না ভুলিতে ২০৯
সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ ২০৯
নয়নে তোমার ভীরু মাধুরীর মায়া ২০৯
আমার নয়নে নয়ন রাখি ২১০
আমি কূল ছেড়ে চলিলাম ভেসে ২১০
আসিলে এ ভাঙা ঘরে ২১০
এখনো মেটেনি আশা ২১১
ঢাল পিয়ালে লাল শিরাজি ২১১
কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে ২১১
কে পরালো মুণ্ডমালা আমার ২১২
কেউ ভোলে না কেউ ভোলে ২১২
গগনে প্রলয় মেঘের মেলা ২১২
তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী ২১২
তুই কে ছিলি তাই বল ২১৩
দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠেছে ২১৩
নবীর মাঝে রবির সম ২১৪
নাচে নাচে রে মোর কালো মেয়ে ২১৪
পিও পিও হে প্রিয় শরাব পিও ২১৪
প্রথম প্রদীপ জ্বালো মম ২১৫
ফুলে পুছিনু, 'বল, বল ওরে ফুল!' ২১৫
বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু ২১৬
বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বেণু ২১৬
বিরহের গুল্‌বাগে মোর ভুল ক'রে আজ ২১৬
ভাঙা মন (আর) জোড়া নাহি যায় ২১৭
রাধা-তুলসী, প্রেম-পিয়াসি ২১৭
শ্রীকৃষ্ণ রূপের করো ধ্যান অনুক্ষণ ২১৭
হেমন্তিকা এসো এসো ২১৭
আজি মিলন বাসর প্রিয়া ২১৮
আবার শ্রাবণ এলো ফিরে ২১৮
আমি কলহেরি তরে কলহ করেছি ২১৯
ও তুই কারে দেখে ঘোমটা দিলি ২১৯
ও বৌদি তোর কি হয়েছে ২১৯

ওকে নাচের ঠমকে দাঁড়ালো থম্‌কে ২২০
কলঙ্কে মোর সকল দেহ হলো কৃষ্ণময় ২২০
ওগো ফুলের মতন ফুল্ল মুখে ২২০
কে দিল খোঁপাতে ধুঁতুরা ফুল লো ২২১
কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশি ২২১
কে বলে গো তুমি আমার নাই ২২১
কেমনে কহি প্রিয় কি ব্যথা প্রাণে বাজে ২২২
কোথায় তখ্‌ত তাউস ২২২
চঞ্চল শ্যামল এলো গগনে ২২২
চন্দ্রমল্লিকা, চন্দ্রমল্লিকা ২২৩
চল্‌ রে চপল তরুণ-দল বাঁধন হারা ২২৩
নাচে নটরাজ, মহাকাল ২২৩
পলাশ-মঞ্জরি পরায়ে দে লো মঞ্জুলিকা ২২৪
পায়ে বিঁধেছে কাঁটা সজনী ধীরে চল ২২৪
বাজে মৃদঙ্গ বরষার ঐ দিকে দিকে ২২৪
মুরলী শিখিব ব'লে এসেছি কদম্ব তলে ২২৫
ললাটে মোর তিলক এঁকো ২২৫
শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ ২২৫
হাতে হাত দিয়ে আগে চল্‌ ২২৬
হায় আঙিনায় সখি আজো কি ২২৬
ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান ২২৬
আজি অলি ব্যাকুল ওই বকুলের ফুলে ২২৭
আমার আছে এই ক'খানি গান ২২৭
আমিনা-দুলাল নাচে হালিমার কোলে ২২৮
ওগো দেবতা তোমার পায়ে ২২৮
কল্‌মা শাহাদতে আছে খোদার জ্যোতি ২২৮
খেলিছে জলদেবী সুনীল সাগর জলে ২২৯
জরীন্‌ হরফে লেখা ২২৯
জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা ২৩০
জানি জানি প্রিয় ২৩০
ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে ২৩০
তুমি কি আসিবে না ২৩১
দিনের সকল কাজের মাঝে ২৩১
দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে ২৩১
দূর আজানের মধুর ধ্বনি ২৩২
প্রিয়তম হে, বিদায় ২৩২
মদির আবেশে কে চলে ঢুলুঢুলু আঁখি ২৩২
যাদের তরে এ সংসারে খাট্‌নু জনম ভোর ২৩৩

K. Mallik

Recorded in Twin

ও মদিনা! বলতে পারিস কোন সে পথে তোর-
খেলত দুলাল নবী-নিয়ে- সব পাওয়া মোর ||

হযরত ফেরেন খেলত কোথায়-
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
কোন সে খেজুর-তলে

~~[illegible]~~
আবরুটি কাঁদতো ~~[illegible]~~ দুখ নিশিতে
উড়ত ধুলো মুখ দিতে যে চাঁদ ভেবে চকোর ||

কোন পাহাড়ের ঝর্না-তীরে মেষ চরাতেন নবি-
(কোন) পথ দিয়ে যে যেতেন হেরায়- সারা রাত-
~~[illegible]~~ সেই পবিত্র ভোর ||
(দুই) কাঁদিস কেন, খুলে বলে

সব আরমান- মোর পূরবি- আর [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ দেখিয়ে দে সেই [illegible]
(তোর) তোমায় খুশবু সবার-দিল [illegible]
মধুর মোর ||

Turn S. G. Ashraf ~~Uddin~~ Ali

ইসলামী

নামাজ পড়, রোজা রাখ, কলমা পড় ভাই।
তোর আখেরের কাজ করে নে, সময় যে আর নাই॥
সম্বল যার আছে হাতে
হজের তরে যা কাবাতে
জাকাত দিয়ে ~~[illegible]~~
বিনিময়ে শাফায়ত পাই॥
ফরজ তরক করে করলি করজ ভবের দেনা,
আল্লা ও রসুলেরি সাথে হ'লনা তোর চেনা।
পরানে রাখ কোরান বেঁধে
নবীরে ডাক কেঁদে কেঁদে
রাতদিন তুই কর মোনাজাত -
"আল্লা তোমায় চাই॥

[illegible]

৯৩ • ১ • রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহারবা • ৫৫

কেন আসিলে ভালোবাসিলে দিলে না ধরা জীবনে যদি।
বিশাল চোখে মিশায়ে মরু চাহিলে কেন গো বে-দরদী ॥
ছিনু অচেতন আপনা নিয়ে
কেন জাগালে আঘাত দিয়ে
তব আঁখিজল সে কি শুধু ছল একি মরু হায় নহে জলধি ॥
ওগো কত জনমের কত সে কাঁদন করে হাহাকার বুকেরি তলায়
ওগো কত নিরাশায় কত অভিমান ফেনায়ে ওঠে গভীর ব্যথায়।
মিলন হবে কোথায় সে কবে কাঁদিছে সাগর স্মরিয়া নদী ॥

৯৩ • ২ • তাল : কাহার্‌বা • ৫৫

কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও (প্রিয়) মালা গাঁথ অকারণে
আমি চেয়েছিনু একটি কুসুম (প্রিয়) সেই কথা পড়ে মনে ॥
তব ফুলবনে কত ছায়া দোলে
জুড়াইতে চেয়েছিনু তারি তলে
চাহিলে না ফিরে চলে গেলে ধীরে ছায়া-ঢাকা অঙ্গনে ॥
অঞ্জলি পাতি' চেয়েছিনু, তব ভরা ঘটে ছিল বারি
শুষ্ক-কণ্ঠে ফিরিয়া আসিনু পিপাসিত পথচারী।
বহুদিন পরে দাঁড়াইনু এসে
তোমারি দুয়ারে উদাসীন বেশে
শুকানো মালিকা কেন দিলে তুমি তব ভিক্ষার সনে ॥

৯৩ • ৩ • তাল : দাদ্‌রা • ৫৫

নতুন পাতার নূপুর বাজে দখিনা বায়ে
কে এলে গো, কে এলে গো চপল পায়ে ॥
ছায়া-ঢাকা আমের ডালে চপল আঁখি
উঠ্‌ল ডাকি' বনের পাখি—উঠ্‌ল ডাকি'।
নতুন চাঁদের জোছনা মাখি সোনাল শাখায় দোল দুলায়ে
কে এলে গো, কে এলে গো চপল পায়ে ॥
সুনীল তোমার ডাগর চোখের দৃষ্টি পিয়ে
সাগর দোলে, আকাশ ওঠে ঝিল্‌মিলিয়ে।
পিয়াল বনে উঠল বাজি তোমার বেণু
ছড়ায় পথে কৃষ্ণচূড়া পরাগ-রেণু।
ময়ূর-পাখা বুলিয়ে চোখে কে দিলে গো ঘুম ভাঙায়ে।
কে এলে গো চপল পায়ে ॥

৯০ • ৪ • তাল : কাহার্‌বা • ৩

কেন মনোবনে মালতী-বল্লরি দোলে—জানি না।
কেন মুকুলিকা ফুটে ওঠে পল্লব-তলে, জানি না ॥
কেন উর্মিলা-ঝরনার পাশে
সে আপন মঞ্জরি-ছায়া দেখে হাসে;
কেন পাপিয়া কুহু মুহু মুহু বোলে, জানি না ॥
চৈতালি-চাঁপা কয়, মালতী শোন্‌
শুনেছিস্‌ বুঝি মধুকর গুঞ্জন,
তাই বুঝি এত মধু সুরভি উথলে—
মধু-মালতী বলে, জানি না, জানি না ॥

৯০ • ৫ • রাগ : যোগিয়া মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা • ৩

ঘুমাও, ঘুমাও, দেখিতে এসেছি ভাঙাতে আসিনি ঘুম
কেউ জেগে কাঁদে, কারো চোখে নামে নিদালির মৌসুম ॥
দেখিতে এলাম হ'য়ে কুতূহলী
চাঁপা-ফুল দিয়ে তৈরি পুতুলী
দেখি, শয্যায় স্তূপ হ'য়ে আছে জোছনার কুম্‌কুম্‌
আমি নই, ঐ কলঙ্কী চাঁদ নয়নে হেনেছে চুম্‌ ॥
রাগ করিও না, অনুরাগ হ'তে রাগ আরো ভালো লাগে,
তৃষ্ণাতুরের কেউ জল চায় কেউ বা শিরাজি মাগে।
মনে কর, আমি লোলুপ বাতাস
চোর-জোছনা, ফুলের সুবাস
ভয় নাই, আমি চলে যাই ডাকি' নিশীথিনী নিঃঝুম ॥

৯০ • ৬ • রাগ : খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা • ৩

(সখি) ব'লো বঁধুয়ারে নিরজনে
দেখা হ'লে রাতে ফুল-বনে ॥
কে করে ফুল চুরি জেনেছে ফুলমালী
কে দেয় গহীন রাতে ফুলের কুলে কালি
জেনেছে ফুলমালী গোপনে ॥
ও-পথে চোর-কাঁটা, সখি, তায় বলে দিও
বেঁধে না বেঁধে না লো যেন তার উত্তরীয়।
এ বনফুল লাগি' না আসে কাঁটা' দলি'
আপনি যাব চলি' বঁধুয়ার কুঞ্জ-গলি
বিনা মূলে বিকাইব ও-চরণে ॥

৪০ • ৭ • রাগ : মান্দ, তাল : কাহার্‌বা • ৫৫

বাজ্‌ল কি রে ভোরের সানাই নিদ্‌-মহলার আঁধার-পুরে
শুন্‌ছি আজান গগন-তলে আঁধার-রাতের মিনার-চূড়ে ॥
সরাই-খানার্‌ যাত্রীরা কি
‘বন্ধু জাগো’ উঠ্‌ল হাঁকি’?
নীড় ছেড়ে ঐ প্রভাত-পাখি
গুলিস্তানে চল্‌ল উড়ে’ ॥
তীর্থ-পথিক্‌ দেশ-বিদেশের
আর্‌ফাতে আজ জুট্‌ল কি ফের,
‘লা শরীক আল্লাহু’ মন্ত্রের
নাম্‌ল কি বান পাহাড় ‘তূরে’ ॥
আজকে আবার কা’বার পথে
ভিড় জমেছে প্রভাত হ’তে,
নামল কি ফের্‌ হাজার স্রোতে
‘হেরার’ জ্যোতি জগৎ জুড়ে ॥
আবার ‘খালেদ’ ‘তারেক’ ‘মুসা’
আনল কি খুন-রঙিন ভূষা,
আস্‌ল ছুটে’ হাসীন ঊষা
নও-বেলালের শিরিন সুরে ॥

৪০ • ৮ • তাল : কাহার্‌বা • ৫৫

কুঁচবরণ কন্যা রে তার মেঘ-বরণ কেশ।
ওরে আমায় নিয়ে যাও রে নদী সেই সে কন্যার দেশ রে ॥
পরনে তার মেঘ-ডম্বুর উদয়-তারার শাড়ি
ওরে রূপ নিয়ে তার চাঁদ-সুরুজে করে কাড়াকাড়ি রে
আমি তারি লাগি রে
আমি তারি লাগি বিবাগী ভাই আমার চির-পথিক বেশ ॥
পিছ্‌লে পড়ে চাঁদের কিরণ নিটোল তারি গায়ে
ওরে সন্ধ্যা-সকাল আসে তারি’ আল্‌তা হতে পায়ে রে।
ও সে রয় না ঘরে রে
ও সে রয় না ঘরে ঘুরে’ বেড়ায় ময়নামতীর চরে
তা’রে দেখ্‌লে মরা বেঁচে ওঠে জ্যান্ত মানুষ মরে রে
ও সে জল-তরঙ্গে বাজে রে তার সোনার চুড়ির রেশ ॥

৯০ • ৯ • রাগ : জিলফ্, তাল : ত্রিতাল • ৫৩

ভোরে ঝিলের জলে শালুক-পদ্ম তোলে কে
ভ্রমর-কুন্তলা কিশোরী
ফুল দেখে বেভুল সিনান বিসরি' ॥
একি নূতন লীলা আঁখিতে দেখি ভুল
কমল ফুল যেন তোলে কমল ফুল
ভাসায়ে আকাশ-গাঙে অরুণ-গাগরি ॥
ঝিলের নিথর জলে আবেশে ঢল ঢল
গ'লে পড়ে শত সে তরঙ্গে,
শারদ-আকাশে দলে দলে আসে
মেঘ, বলাকার খেলিতে সঙ্গে।
আলোক-মঞ্জরি প্রভাত বেলা
বিকশি' জলে কি গো করিছে খেলা
বুকের আঁচলে ফুল উঠিছে শিহরি' ॥

৯০ • ১০ • রাগ : চর্জ্যু কি মল্লার, তাল : কাহার্‌বা • ৫৩

শাওন-রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে ॥
ভুলিও স্মৃতি মম, নিশীথ-স্বপন সম
আঁচলের গাঁথা মালা ফেলিও পথ 'পরে ॥
ঝরিবে পুবালি বায় গহন দূর-বনে,
রহিবে চাহি' তুমি একেলা বাতায়নে।
বিরহী কুহু-কেকা গাহিবে নীপ-শাখে
যমুনা-নদীপারে শুনিবে কে যেন ডাকে।
বিজলি দীপ-শিখা খুঁজিবে তোমায় প্রিয়া
দু'হাতে ঢেকো আঁখি যদি গো জলে ভরে ॥

৯০ • ১১ • তাল : কাহার্‌বা • ৫৩

ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির সুরভি হায় সন্ধ্যায়
রহি' রহি' কাঁদি' ওঠে সকরুণ পূরবী, আমারে কাঁদায় ॥
কা'রা যেন এসেছিল, এসে ভালোবেসেছিল।
ম্লান হ'য়ে আসে মনে তাহাদের সে-ছবি, পথের ধুলায় ॥
কেহ গেল দ'লে—কেহ ছ'লে, কেহ গলিয়া নয়ন নীরে
যে গেল সে জনমের মত গেল চলিয়া এলো না, এলো না ফিরে।
কেহ দুখ দিয়া গেল কেহ ব্যথা নিয়া গেল
কেহ সুধা পিয়া গেল কেহ বিষ করবী তাহারা কোথায় আজ
তাহারা কোথায় ॥

৪৩ • ১২ • তাল : দাদ্‌রা • ৫৩

কাণ্ডারি গো, কর কর পার এই অকূল ভব-পারাবার।
তোমার চরণ-তরী বিনা, প্রভু পারের আশা নাহি আর ॥
পাপের তাপের ঝড় তুফানে
শান্তি নাহি আমার প্রাণে।
আমি যেদিকে চাই দেখি কেবল নিরাশারি অন্ধকার ॥
দিন থাকতে আমার মতো
কেউ নাহি সম্ভাষে,
হে প্রভু তোমায়
কেউ নাহি সম্ভাষে
দিন ফুরালে খাটে শুয়ে
এই ঘাটে সবাই আসে।
লয়ে তোমারি নামের কড়ি
সাধু পেল চরণ-তরী
সে কড়ি নাই যে কাঙ্গালের হও হে দীনবন্ধু তার ॥

৪৩ • ১৩ • তাল : কাহার্‌বা • ৫৩

মোরা আর জনমে হংস-মিথুন ছিলাম নদীর চরে
যুগলরূপে এসেছি গো আবার মাটির ঘরে ॥
তমাল তরু চাঁপা-লতার মত
জড়িয়ে কত জনম হ'ল গত,
সেই বাঁধনের চিহ্ন আজো জাগে হিয়ার থরে থরে ॥
বাহুর ডোরে বেঁধে আজো ঘুমের ঘোরে যেন
ঝড়ের বন-লতার মত লুটিয়ে কাঁদে কেন।
বনের কপোত কপোতাক্ষীর তীরে
পাখায় পাখায় বাঁধা ছিলাম নীড়ে
চিরতরে হ'ল ছাড়াছাড়ি নিঠুর ব্যাধের শরে ॥

৪৩ • ১৪ • তাল : কাহার্‌বা • ৫৩

তব গানের ভাষায় সুরে বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি
এত দিনে পেয়েছি তারে আমি যারে খুঁজেছি ॥
ছিল পাষাণ হয়ে গভীর অভিমান
সহসা, এলো সহসা আনন্দ-অশ্রুর বান।
বিরহ-সুন্দর হয়ে সেই এলো
দেবতা বলে যাঁরে পুজেছি
বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি ॥
তোমার দেওয়া বিদায়ের মালা পুন প্রাণ পেল প্রিয়

হ’য়ে শুভদৃষ্টি মিলন-মালিকা বুকে ফিরে এলো—এলো প্রিয়।
যাহারে নিষ্ঠুর বলেছি
নিশীথে গোপনে কেঁদেছি
নয়নের বারি হাসি দিয়ে মুছেছি
বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি ॥

৯৩ • ১৫ • তাল : দাদ্‌রা • ৫৪

বন্ধু পথ চেয়ে চেয়ে
আকাশের তারা পৃথিবীর ফুল গণি
বন্ধু ফুল পড়ে ঝরে, তারা যায় মরে
(ফিরে) এলো না হৃদয়-মণি ॥
কত নদী পেল খুঁজিয়া সাগর
আমিই পাই না তোমার খবর
বন্ধু সকলেরি চাঁদ ওঠে রে আমারি চির-আঁধার রজনী ॥
যমুনার জলও শুকায় রে বন্ধু
আমার শুকায় না আঁখি-বারি
এত কান্দন কাঁদিলে গোকূলে হতাম ব্রজ-কুমারী
বন্ধু হতাম রাধা প্যারী।
মহা পারাবার তারও আছে পার
আমার দুখের পার নাহি আর
বন্ধু মণি না পাইনু বৃথায় পুষিনু কাল-বিরহের ফণি
পুষিনু কাল-বিরহের ফণি ॥

৯৩ • ১৬ • তাল : কাহার্‌বা • ৫৪

এসো প্রিয়, মন রাঙায়ে ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙায়ে
মন মাধবী বন দুলায়ে, দুলায়ে, দুলায়ে ॥
শোন ‘পিউ পিউ’ ডাকে পাপিয়া
মোরে সেই সুরে ডাক ‘পিয়া, পিয়া’
তব আদর-পরশ বুলায়ে, বুলায়ে, বুলায়ে ॥
যদি আন কাজে ভুলে রহি
চলে যেয়ো না হে মোর বিরহী
দিও প্রিয়, কাজ ভুলায়ে, ভুলায়ে, ভুলায়ে ॥

৯৩ • ১৭ • তাল : কাহার্‌বা • ৫৪

উপল নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে
বাজে ঘুম্‌তি নদীর জলে।
বুনো হাঁসের পাখার মত মন যে ভেসে চলে